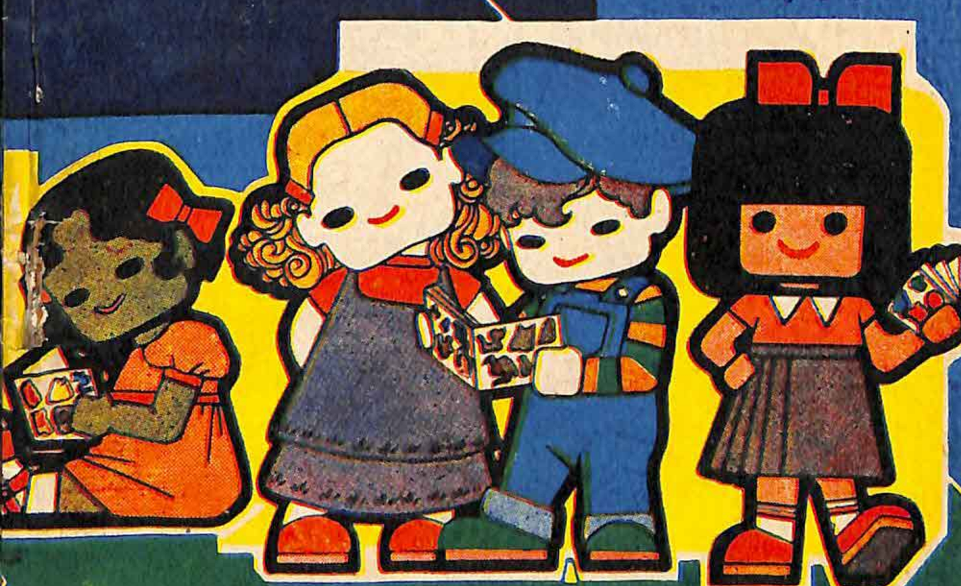
ছন্দে ছড়া



সত্য চক্রবর্তী

ছড়া



শিশু, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য পাঠ্য]

(১৯৮৬)

সম্পাদনা

সন্দীপ সেন

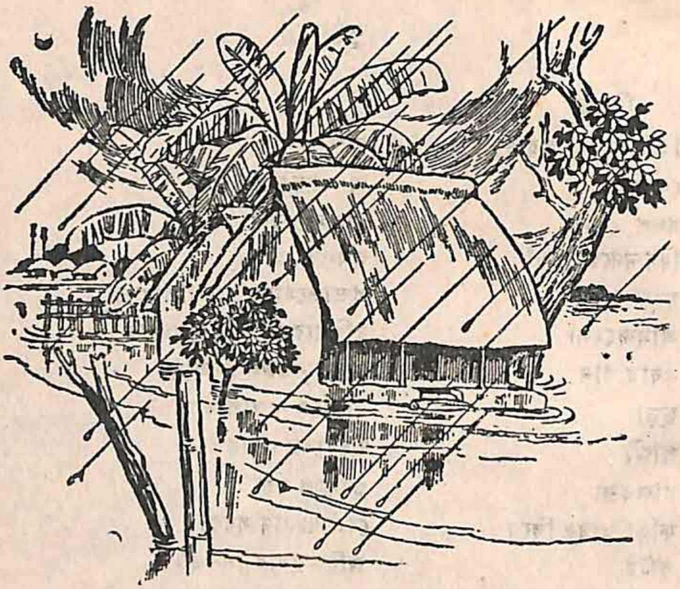
প্রকাশক :
অঙ্কুর প্রকাশনী
৩৭ এ কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণে :
বিমল দাস

মুদ্রাকর :
শ্রীঅবনীমোহন রায়
তারকনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১২, বিনোদ সাহা লেন
কলিকাতা-৬
ফোন : ৩৬৩১৩৪

মূল্য :— পাঁচ টাকা

সূচীপত্র



● বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর ●

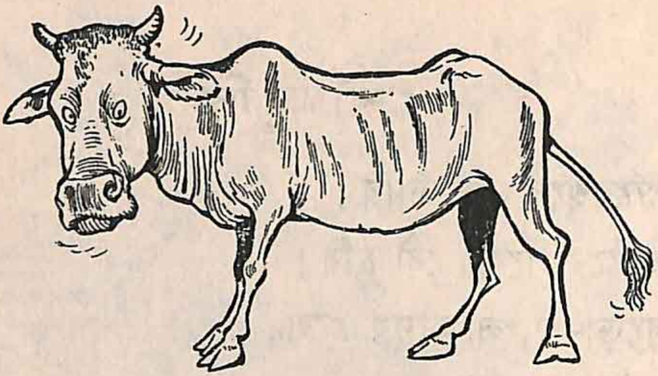
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান,
শিবঠাকুরের বিয়ে হল, তিন কন্যা দান,
এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যা খান—
এক কন্যা রাগ করে, বাপের বাড়ী যান।
বাপের বাড়ির তেল সিঁদুর, মালীর বাড়ীর ফুল
এমন খোঁপা বেঁধে দেবো, হাজার টাকা মূল॥

বৌ চুরি

সুরেশ্বরে মজা ভারি।
কাঠবেড়ালের বৌ চুরি !
বুড়ো-আংলা মানুষ এলো,
ছুটো বাচ্ছা দিয়ে গেলো।
মহান্ত ঠাকুর বড় দয়াল !
খাঁচা খুলে ছেড়ে দিলে
বাচ্ছা সমেত কাঠবেড়াল।

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

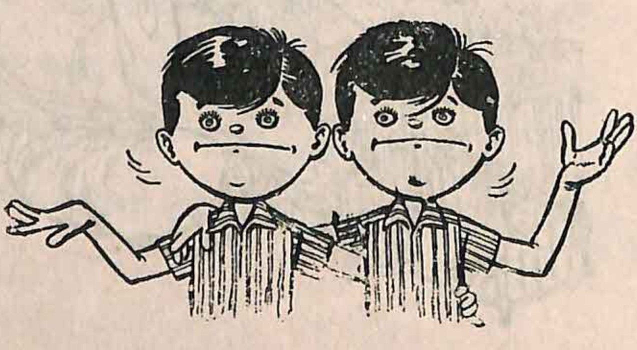


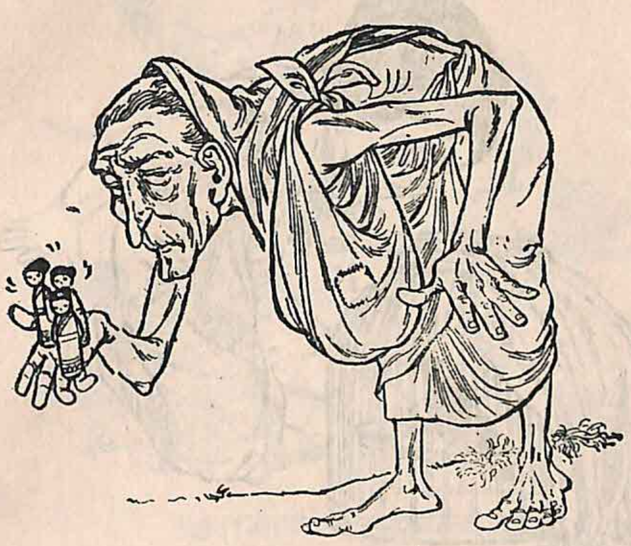


গলপ্ শোন

শোন শোন গলপ্ শোন,
এক যে ছিল গরু
এই আমার গলপ্ হল শুরু।
যদু আর বংশীধর
যমজ ভাই তারা ;
এই আমার গলপ্ হল সারা ॥

—সুকুমার রায়





দিগ্‌নগরের বুড়ী

দিগ্‌নগরের বুড়ী এল,
তিনটি মেয়ে মুঠোয় ধরে ;
একটি সেঁকে, একটি বাড়ে,
একটি ভাল রান্না করে,
মিহি সূতো কাটতে পারে ;
ও গিন্নীমা, কিনবে নাকি !
একটি মেয়ে আদর করে ?

—সুখলতা রাও



ময়না

দিদির আমার ভাগ্য ভালো,
শুঁটকো বেঁটে ছোট কালো
পুষেছিল একটি মোটে ময়না ;
বসে খাঁচার ভিতর থেকে
যা শোনে তাই আপনি শেখে,
মারতে ধরতে, কিছুই করতে হয় না।

— প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়



আনন্দমেলা

নীল আকাশে সুয্যিমামা
ঝলক দিয়েছে।
সবুজ মাঠে নতুন পাতা
গজিয়ে উঠেছে।
পালিয়েছিল সোনার টিয়ে
ফিরে এসেছে।
ক্ষীর নদীটির পারে খোকন
হাসতে লেগেছে।
মায়ের কোলে চাঁদের হাট
ভেঙ্গে পড়েছে।

—দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার



নবাব গান

আমি যদি বাবা হতুম,
　　　　বাবা হ'ত খোকা
না হলে তার নাম্‌তা পড়া
　　　　মার্‌তাম মাথায় টোকা ॥
রোজ যদি হ'ত রবিবার
　　　　কি মজাটাই হ'ত হে আমার।
কেবল ছুটি !
　　　　থাক্‌ত নাক নামতা লেখা-জোকা।
থাক্‌ত নাক যুক্ত অক্ষর,
　　　　অঙ্কে ধর্‌ত পোকা ॥

—কাজী নজরুল ইসলাম



ছড়া

বুড়ি ভাজে তালবড়া
ছ্যাঁক ছেঁকিয়ে,
গন্ধে মোরগ ডাকে
ক্যাঁক্ কেঁকিয়ে।
হাঁসগুলো সাড়া তোলে
প্যাঁক্ পেঁকিয়ে।
ধুমবো শেয়াল এলো
খ্যাঁক্ খেঁকিয়ে।

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়



পাজী

কাজী
সকল কথায় হাঁ-জী!
হাঁ-জী! হাঁ-জী! হাঁ-জী!
দরদালানে থাকেন তিনি
বাদশা বেজায় রাজী।
একদিন সেই কাজী
বলে বসলেন, না-জী!
যাবেন কোথা, এক নিমেষে
অমনি হ'লেন পাজী।
পাজী! পাজী! পাজী!
মনের দুখে বনে গেলেন
কাজী।

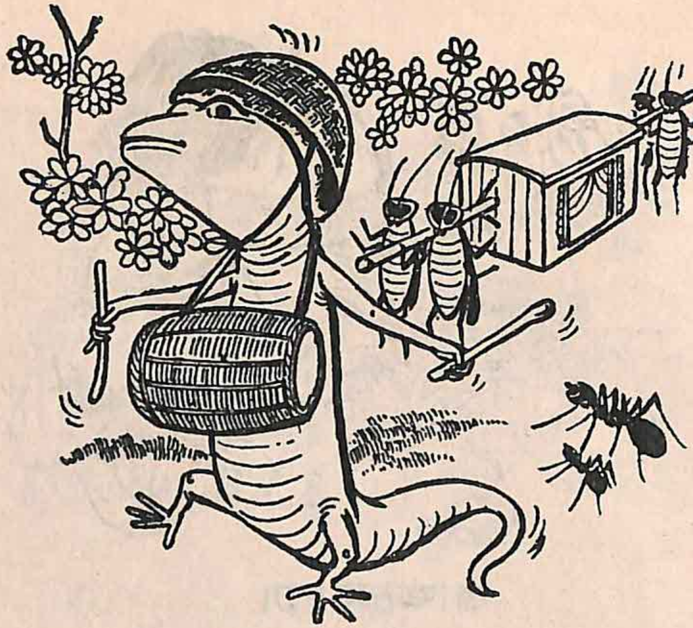
—অন্নদাশঙ্কর রায়



রাজকন্যা

রাজকন্যা বন্দী আছে
পাতালপুরীতে,
পাহারা দেয় দিন রাত্তির
চারিটি বুড়ীতে।
খাটোবুড়ী, মোটাবুড়ী,
বেঁটেবুড়ী, জটাবুড়ী
খোকনবাবু বেজায় পাক
অস্ত্র ছুঁড়িতে
হাজির হয়ে হানলো আঘাত
তাদের ভুঁড়িতে।

—সুনির্মল বসু



ফড়িংবাবুর বিয়ে

ফড়িংবাবুর বিয়ে !
টিকটিকিতে ঢোলক বাজায়
ধুচনি মাথায় দিয়ে।
বেহারা হলো তেলেপোকা
পালকি কাঁধে নিয়ে
দেখতে এলো সেজেগুজে
পিঁপড়েরা মায়ে-ঝিয়ে।
আরে, ফড়িংবাবুর বিয়ে !

যোগীন্দ্রনাথ সরকার



কুটির

ঝিকিমিকি করে জল, সোনালী নদীর
ওইখানে আমাদের, পাতার কুটির
আকাশে গড়িয়া ওঠে
মেঘের মিনার,
তারি ফাঁকে দেখা যায়
চাঁদের কিনার।
গাছের পাতার ফাঁকে
আকাশ চেয়ে থাকে,
গুনগুন গাই গান
চোখে নাই ঘুম।
চাঁদ যেন আমাদের
নিকট কুটুম! (সংক্ষিপ্ত)

—অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত



ছকড়া নকড়া ছড়া

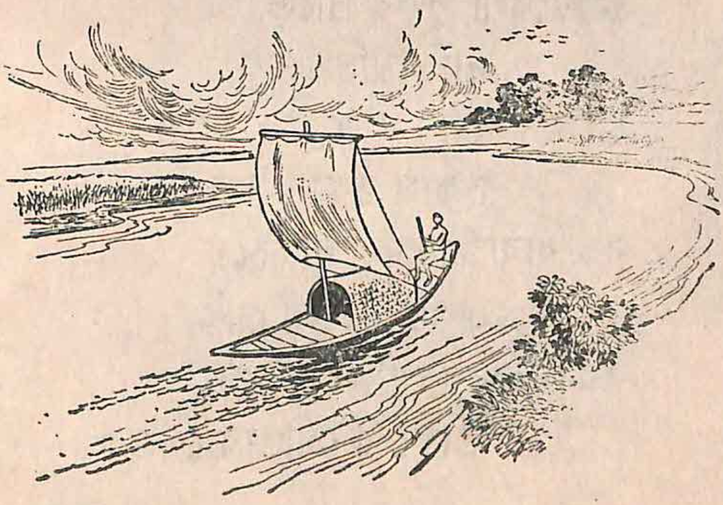
ভোজালি বাটালি কাস্তে
নাড়বে চাড়বে আস্তে।
মুখোশ না পরে' মজার শহরে
যেও না'ক যেন হাসতে।
তিড়িক তিড়িক লম্ফ,
মাটির নীচে যে কম্প!
হাজারে হাজারে বাজারে বাজারে
বাজছে কি জগঝম্প!

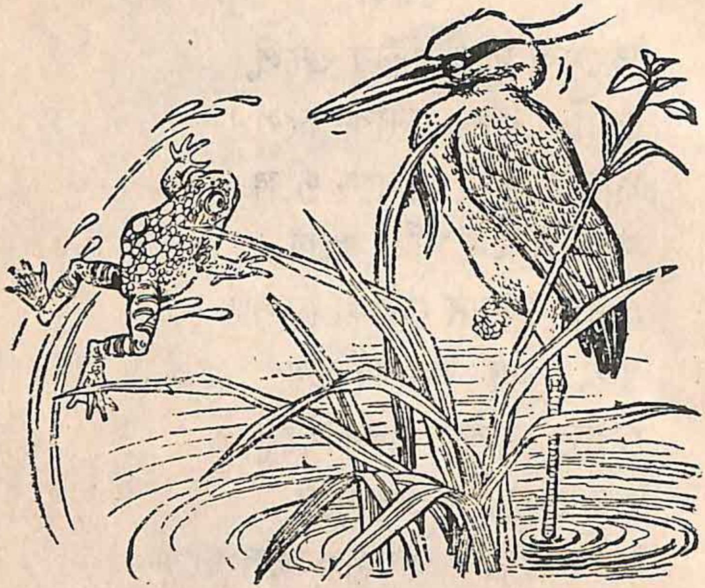
প্রেমেন্দ্র মিত্র

নৌকা

অনেক দূরে নদীর জলে,
ছোট্ট কেমন নৌকা চলে!
পালটি তুলে, চলছে দুলে
মাঝ গগনে সূর্য্যি জ্বলে,
ছোট্ট কেমন নৌকা চলে!
বইছে নদী কলকলিয়ে
স্রোত চলেছে ছলছলিয়ে
ভর দুপুরে করুণ সুরে
চিল ডাকছে আকাশতলে
পালটি তুলে নৌকা চলে।

—বনফুল





বক বাবাজী

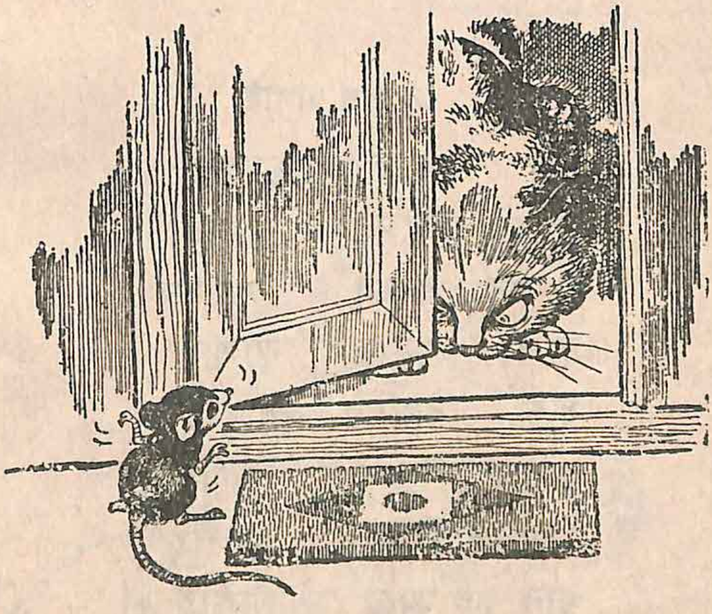
দুপুরবেলা পুকুর পাড়ে
দাঁড়িয়েছিল বক,
হঠাৎ কিসের আওয়াজ হলো
ঠকাস্ ঠকাস্ ঠক্।
বক বাবাজী দেখলো চেয়ে
একটা কোলা বেঙ
ঠকাস্ করে লাফিয়ে উঠে
ডাকলো গোঙার গেঙ ॥

—কিরণ:

বেড়াল মাসি

বেড়াল মাসি, বেড়াল মাসি
আছ কি এই ঘরে ?
কে এলিরে নেংটি নাকি ?
ধুকছি আমি জ্বরে,
জ্বর কি তোমার ? সব চালাকি
বুঝতে কিছুই নেইকো বাকি—
সুযোগ পেলেই মটকাবে ঘাড় আসি
বেড়াল মাসি, বেড়াল মাসি। (সংক্ষিপ্ত)

—হরেন ঘটক





কোদাল চালাই

চল্ কোদাল চালাই
ভুলে মানের বালাই
ঝেড়ে অলস মেজাজ
হবে শরীর ঝালাই।
যত ব্যাধির বালাই
বলবে "পালাই পালাই"
পেটের খিদের জ্বালাই
খাব দুধ আর মালাই॥

—গুরুসদয় দত্ত

সারা বছর

সারা বছর মারি মচ্ছর
এই কলকাতা শহরে,
রাত্রি নিঝুম, চোখে, নেই ঘুম,
এ কী যন্ত্রণা কহ রে :
মাথা বন্ বন্ ঘোরে পন্ পন্
ওড়ে কী—মশা না বিচ্ছু ?
মারি চটাপট তবুও দাপট
কমে না যে তার কিচ্ছু ।

—ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী





ছড়া

বাজায় বাঁশি মেম সাহেবে
কেউ আসে না কাছে
সবাই জানে বাঁশির তানে
তিন শুয়োর নাচে।

*　　　*　　　*

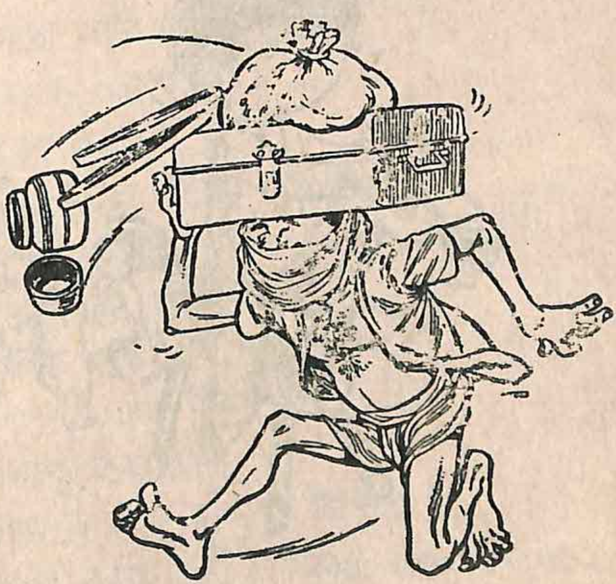
নাসিকের সাহেবের
বাহারের নাসিকা
বাঁশি হয়ে বাজে সেটা
লোকে বলে বাঁশিকা।

—সত্যজিৎ রায়

ক্ষ্যামাদিন

থালা বাটি গামলা
কুকুরটাকে সাম্‌লা।
হাতুড়ি কোদাল কাস্তে
দাদু ঘুমোচ্ছেন, আস্তে
ছুরি কাঁটা চাম্‌চে
বেড়াল দিল খাম্‌চে।
চিরুনি কাঁচি নরুন
চোর পালাচ্ছে, ধরুন।
রাস্তা গলি ফুটপাথ
মশার বড় উৎপাত।
বই কাগজ ম্যাগাজিন
ঢের হয়েছে, ক্ষ্যামাদিন। (সংক্ষিপ্ত)

—সুভাষ মুখোপাধ্যায়

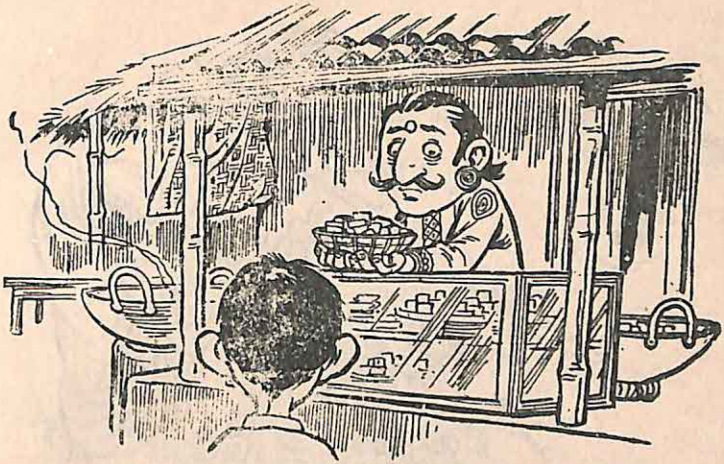


বাবা আর মা

বাবা ও নাকি ছোট্ট ছিলেন
মা ছিলেন এক রত্তি
ঠাম্মি-দিত্তু বলেন এসব
মিথ্যে নয় সত্যি।
বাবা ছিলেন আমার সমান
টুয়ার সমান মা
বাবা চড়তেন কাঠের ঘোড়ায়
মা দিতেন হামা।

—সুনীল [illegible]পাধ্যায়





খাঁটি ব্যবসা

পানাগড়ের রাজা
মগরা হাটে দোকান খুলে
বেচেন খাজা-গজা।
খানাকুলের রাণী
ঝগড়া করে মগরা এলেন
সঙ্গে চাকর ভজা।
ঝোলা গুড়ের রসে
ইচ্ছে করে উচ্ছে ভেজে
বানান মুগের পিঠে।
চানাচুরের খোঁজে
কিনল রাজা, গিলল তাই
বলল, "বড়ই মিঠে!"—
খানাকুলের রাণী
ব্যাজার হয়ে রাজার মাথায়
মারল কষে চাঁটি। —বিমল ঘোষ মৌমাছি।



বুড়ির ছড়া

দাঁড় কাক, দাঁড় কাক, ঠ্যাং দুটো কাঠি
ঠুক্‌ঠুক্‌ পায়ে-পায়ে খুট খুট হাঁটি।
হাঁটি হাঁটি পা-পা দিন গেল হুস,
ভাঙা দাঁতে ডাঁটা খাবে নেই তার হুঁশ।
হাঁসফাঁস হাঁসফাঁস পেট কোলাব্যাঙ,
চিৎ হয়ে পড়ে আছে ড্যাং ড্যাং ড্যাং।
পেটে মারি লাথি,
লাথি খেয়ে সোনাব্যাঙ হয়ে গেল হাতি।

—শৈলেশ ঘোষ

মিমির ছড়া

মিমি তোমার জন্ম দিনে
কি বলোতো আনব কিনে,
লাল শাড়ি, রেশমি জামা
বেগুনি রঙের সায়া।
আর শিউলি-ঝরা শেষ রাতের
শিউলি তলার ছায়া।
লাল শাড়ি, রেশমি জামা
মিলবে দোকানে।
চাঁদের আলোয় শিউলিতলা,
পাবে কোনখানে।

—বুদ্ধদেব বসু



যানবাহন

এক্কা গাড়ী চলছে পথে
উড়ছে কেমন ধূলো
টগ্ বগাবগ ছুটছে ঘোড়া
টলছে মানুষগুলো।
ক্যাঁচোর কোঁচ শব্দ তুলে
আসছে গরুর গাড়ী
তাকিয়ে আছে নূতন বউ
যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ী।

—মনোজিৎ বসু





পুতুল খেলা

আজকে দুপুরবেলা,
ঠাকুর ঘরের পিছনটাতে
খেলল সবাই খেলা।
কানাই এল সানাই নিয়ে
টেপুর কাঁধে ঢোলক,
তুতুন বাজায় পাতার বাঁশী
দুলিয়ে নাকে নোলক।
ঢোলক বাজে তাকিম্ তাকিম্
টাক্-ডুমা-ডুম-ডুম
বলল পাপু, আস্তে বাজা
মা'র ভাঙবে ঘুম।

—সতীরঞ্জন আদক

জলসা সুরু

সিংহ রাজের রাজবাড়ীতে
জলসা সুরু, জলসা সুরু,
আয়োজনের বহর দেখে
কুঁচকে যাবে তোমার ভুরু।
সভাপতি হবেন শেয়াল
বানর ভজন, বাঘের খেয়াল
ভৈরবীতে বেড়াল রাণী
সঙ্গে হাতির বেহালা খালি ;
ব্যাঙ বাবাজীর তানপুরাতে
আনবে আমেজ চাঁদনী রাতে
নতুন রকম গান শোনাবেন
গাধা যিনি সবার গুরু
জলসা সুরু, জলসা সুরু।

—মোহিত ঘোষ







রাগের বহর

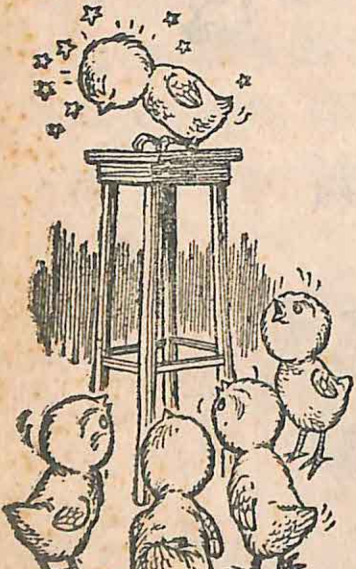
তাল পাতাতে তালের বহর
বনেতে ডাকে বাঘ
তাই না দেখে খোকনবাবু
বেজায় করে রাগ।
রাগের চোটে বকবাবাজী
দৌড়ে গেল চলে,
তাই না দেখে খোকনবাবু
ডুবল গিয়ে জলে!

—সুজিত নাগ

বিষম বোকা

উঃ কি বিষম বোকা
রাম-পাখীর ঐ খোকা,
দুইয়ে দুইয়ে কত যে হয়
বলতে লাগে ধোকা !
উঃ কি বিষম বোকা !





বোঝো এখন ঠেলা
কেবল বুঝি খেলা ?
টুলের উপর দাঁড়িয়ে থাকো
আজকে সারা বেলা
বোঝো এখন ঠেলা ।

—বিকাশ দত্ত